হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর জীবনী

সূচিপত্র

হযরত আয়েশার জন্মগ্রহণ..... ৫
নাম ও বংশ পরিচয় ৬
পিতার দিক হতে তাঁর বংশ পরিচয় ৬
মাতার দিক হতে তাঁর বংশ পরিচয় ৬
শৈশব কাল ৬
বিবাহ.....৯
বিবাহের তারিখ ও বয়স সম্বন্ধে মতভেদ ১৪
দাম্পত্য জীবন ১৫
হিজরত.....২১
পতিগৃহে গমন.....২৬
শিক্ষা-দীক্ষা.....২৯
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ৩৭
হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ৩৮
ধর্মের প্রতি অনুরাগ.....৩৯
সাংসারিক কাজ-কর্ম..... ৪০
সপত্নীদের সহিত ব্যবহার ৪১
তাইয়াম্মুম ৪১
তাহরীম ৪৩
ঈলা ৪৫
জঙ্গে জামাল (উষ্টের যুদ্ধ) ৪৭
তাখাইয়্যর ৫৩
জঘন্য অপবাদ ৫৪
বৈধব্য ৬৬

উম্মল মোমোনীন হযরত আ'য়েশা ও হযরত আলী (রা)..... ৭০
হয়রত আয়েশা (রাঃ) এর বৈশিষ্ট্যাবলী রাসূল (সঃ) এর মন্তব্য ঃ..... ৭৪
সাহাবা (রাঃ)-দের মূল্যায়ন ঃ..... ৭৪
স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন (রাঃ) -এর মন্তব্য ঃ..... ৭৪
অনন্যা সাধিকা হযরত আয়েশা (রাঃ)..... ৭৫
পবিত্র কুরআন ও হযরত আয়েশা (রাঃ) কুরআন নাযিল প্রক্রিয়ায় হযরত আয়েশা (রাঃ) ঃ..... ৭৫
কুরআন চর্চায় হযরত আয়েশা (রাঃ) ঃ..... ৭৫
কুরআন ব্যাখ্যার হযরত আয়েশা (রাঃ)..... ৭৬
কুরআন সংরক্ষণে হযরত আয়েশা (রাঃ)..... ৭৭
হাদীস শাস্ত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) হাদীস বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ).... ৭৮
ইন্তিকাল..... ৭৯

হযরত আয়েশার জন্মগ্রহণ

হযরত আয়েশার জন্মের সময়, ক্ষণ, তারিখ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিকগণ সঠিকভাবে তা নিরুপণ করতে পারেন নাই। তবে বিখ্যাত ইতিহাস শাস্ত্রবিদ ইবনে সায়াদ লিখিয়াছেন- নবুয়্যতের চতুর্থ সালের প্রথম দিকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা জন্মগ্রহণ করেন। আবার কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন- হযরত আয়েশা নবুয়্যতের দ্বিতীয় সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ যাই হউক না কেন-তিনি যেদিন উম্মে রুমানের গর্ভ হতে হযরত আবুবকরের ঘরে আগমন করিলেন তখন কে জানিত এই ছোট শিশু কন্যাটির নাম পরবর্তী কালে একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ নারীরূপে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। কেই বা ভেবেছেন এই কন্যাটিই হতে মাহবুবে খোদা সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতিমুন ন্যাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর অতি স্নেহের মহীয়সী।

আরবের আজন্ম প্রথা, তদুপরী কোরাইশ পরিবারের রীতি অনুযায়ী তাঁকে লালন-পালনের ভার দেন ওয়ায়েলের স্ত্রীর উপর। ওয়ায়েলের স্ত্রী পরম আদর-যত্নের সাথে তাঁকে লালন-পালন করেন। ওয়ায়েলও আয়েশাকে অতিশয় স্নেহ করতেন। পরবর্তীকালে এই ওয়ায়েল এবং তার সন্তান এমন কি ওয়ায়েলের ভাইও এসে হযরত আয়েশার খোঁজ খবর নিতেন। একদা ওয়ায়েলের ভাই আফলাহ হযরত আয়েশার সাথে দেখা করতে আসেন। সে সময় তিনি পরিণত বয়স্কা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

হযরত আয়েশা নবী করীম (সাঃ) এর অনুমতি নিয়ে তার সাথে দেখা করে কুশলাদি আদান প্রদান করেন। তাঁর দুধ ভাইগণও সদা-সর্বদা তার সাথে দেখা করতে আসত। অর্থাৎ হযরত আয়েশা ওয়ায়েল পরিবারের একান্ত আপন ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন এটাই হল তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ।

নাম ও বংশ পরিচয়

পৈত্রিক নামানুসারে লকব সিদ্দীকা। আসল নাম আয়েশা। কুনিয়াত উম্মুল মু'মিনীন ও উম্মে আব্দুল্লাহ। লকব হিসেবে তিনি হোমাইরা নামেও অভিহিতা হতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ছিলেন নিঃসন্তান। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে আরজ করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁদের পূর্ব সন্তানগণের নামানুসারে কুনিয়াত গ্রহণ করেছেন আমি কার নামে কুনিয়াত রাখব?

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাকে হোমাইয়া লকব বলে এই নামেই বেশি ডাকতেন। কারণ তাঁর গায়ের রং গৌর বর্ণ ছিল বিধায়।

পিতার নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত আবুবকর, লকব সিদ্দীকা। মাতার নাম উম্মে রুমান।

পিতার দিক হতে তাঁর বংশ পরিচয়

আয়েশা বিনতে আবু বকর ইবনে আবু কোহাফা ইবনে ওসমান ইবনে আমের ইবনে ওমর ইবনে কাআব ইবনে সাআদ ইবনে তাঈম ইবনে মাররাহ ইবনে কাআব ইবনে লুই ইবনে গালেব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক।

মাতার দিক হতে তাঁর বংশ পরিচয়

আয়েশা বিনতে উম্মে রুমান বিনতে আমের ইবনে উআইমির ইবনে আবদ শামছ ইবনে ইতাব ইবনে ইযাইনা ইবনে সাবী ইবনে দাহমান ইবনে হাছিব ইবনে গানাম ইবনে মালেন ইবনে কেনানাহ। এমতাবস্থায় আমরা দেখতে পাই, বংশ পরম্পরা হযরত আয়েশার পিতার দিক দিয়ে কোরাইশিয়া তাইমিয়াহ এবং মাতার দিক দিয়ে কেনানিয়া গোত্রে মিলিত হয়েছে। মোট কথা, হযরত আয়েশার পিতৃকুল অষ্টম এবং মাতুকুল দ্বাদশ পুরুষে এক হয়ে গেছে।

শৈশব কাল

হযরত আয়েশা অপরাপর শিশুদের ন্যায় ছিলেন না। হযরত আয়েশার জীবনী লিখতে গেলে বহুল প্রচলিত ইংরেজি প্রবাদম্ব মর্নিং সোজ দি ডেম্ব অর্থাৎ উষার কিরণ দেয়ার সাথে সাথেই দিনের অবস্থা কেমন হবে

অনেক উপলব্ধি করা যায়। শিশুর শৈশব অবস্থার প্রতি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় এই শিশু তার বয়ঃপ্রান্তকালে শৈশবকালেই তার চাল চলন, কথা-বার্তা, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার এবং মেধাশক্তির দ্বারা পরিস্কারভাবে সমাজের অপরাপরের কাছে, বিশেষ করে আপন পরিবার-পরিজনের কাছে দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

চরিত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ সবখানেই দেখা যায় হযরত আয়েশা কোন মতেই তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অন্যান্য শিশুদের মত তিনিও অধিকাংশ সময় খেলা-ধূলা, আমোদ-স্ফূর্তি, দৌড়াদৌড়ি করে কাটাতেন। প্রতিবেশি সম-বয়সীদিগকে একত্র করে খেলাধূলা করতেন। মহল্লার অন্যান্য চঞ্চলমতি শিশুরাও পরম আনন্দের সাথে তাঁর সাথী হয়ে খেলা করতে খুবই ভালবাসত। তাঁর অতি প্রিয় ছিল দোলনায় দোলা, পুতুল খেলা, চড়ুই ভাতি, দৌড় প্রতিযোগিতা।

খেলাচ্ছলে দোলনায় দোলার তালে তালে তিনি যখন আরবি কবিতা এবং কোরআন শরীফের আয়াত কচি মুখে পাঠ করতেন তখন এক অপূর্ব সুরের দ্যোতনা সৃষ্টি হত যা পথিকের পথ চলা রোধ করে দিত।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রায় সময়ই প্রিয় বন্ধু ও সহচর হযরত আবুবকরের ঘরে যাওয়া আসা করতেন। হযরতের আগমণের আভাস পেলেই সাথী-সঙ্গী নিয়ে হযরত আয়েশা খেলার জিনিসপত্র নিয়ে ছুটে পালাতেন। একদিন তারা পালাবার সুযোগ পেল না। হুযুর (সাঃ) ধীরপদে তাদের কাছে যেয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ছোট শিশুদিগকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন। তাই তাদের খেলাকে কোন মতে পছন্দ করতেন না। তাদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য আরো কাছে ডাকলেন। অথচ আয়েশা পুতুল খেলার মগ্ন। তিনি আপন স্থান হতে একটুও নড়লেন না।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন, আয়েশা যে ঘোড়ার পুতুল নিয়ে খেলা করছেন তার দু'খানা পাখা রয়েছে।

এই ছোট শিশুর সাথে আলাপ করার মানসে হযরত (সাঃ) হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলেন- আয়েশা! তোমার হাতে এটা আবার কি?

হযরত আয়েশা উত্তর করলেন- এটা একটি ঘোড়া।

হযরত (সাঃ) আবার বললেন- ঘোড়ার তো পাখা হয় না?